ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ১

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-১

সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক : মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫৩০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-0-2

Seljuq Samrajjer Etihas 1st part
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

কিনিক—অখ্যাত একটি বসতি হলেও ইতিহাসে এর অবদান অপরিসীম। উম্মাহর চৌদ্দশো বছরের ইতিহাসে শক্তিশালী যে সাম্রাজ্যগুলো গত হয়েছে, সেলজুক সাম্রাজ্য ছিল তার অন্যতম। কিনিক ছিল সেই সেলজুক সাম্রাজ্যের বীজতলা। এই বীজতলা উম্মাহকে উপহার দিয়েছে আলপ আরসালানের মতো বীর মুজাহিদ, মালিকশাহর মতো ন্যায়পরায়ণ সুলতান, মুহাম্মাদ ও বারকিয়ারুকের মতো খাঁটি ইমানদার; আর সানজারের মতো শক্তিমান শাসক।

সেলজুক সাম্রাজ্য মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ের গা থেকেই ধুলোবালির আস্তরণ সরানোর কাজ করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসগ্রন্থে তিনি শুধু তাঁদের উত্থান-পতনের আদ্যোপান্তই আলোচনা করেননি; আলোচনা করেছেন তাঁদের উত্থান-পূর্ববর্তী সামানি, গজনবি, কারাখানি ও বুওয়াইহি সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় ইতিহাস। একইভাবে আলোচনা করেছেন তাঁদের পতনোত্তর উম্মাহর ওপর নেমে আসা বিপদের ঘনঘটার কথাও। বাদ যায়নি ফাতিমি-উবায়দি ও বাসাসিরিদের উৎপাত থেকে শুরু করে কারামিতা ও বাতিনিদের ষড়যন্ত্রের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাও।

গ্রন্থটি আপনার কল্পনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে মালাজগির্দযুদ্ধের বিজয়ের মহাসড়কসহ কুখ্যাত হাসান ইবনু সাব্বাহর হাতে রচিত ইতিহাসের ভয়ংকর সব গলিপথে। আপনার সামনে উদ্ভাসিত করবে ইতিহাসের এক অনন্য ভুবন। জানাবে খাজা নিজামুল মুলক প্রবর্তিত সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালা, বাতিনিদের ইসলামবিধ্বংসী মতবাদের সয়লাবরোধে তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ, আব্বাসি খলিফাদের উত্থান-পতন, তাঁদের মন্ত্রীদের বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তা-জ্ঞানচর্চা-ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক দক্ষতা এবং সেলজুক মন্ত্রীদের উপাধি, রাজনীতি, সামরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার মতো খুঁটিনাটি অজানা অনেক কিছু। সর্বোপরি, গ্রন্থটি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবে যুগের কিছু বিস্ময়ের সঙ্গে। আপনি কল্পনায় বসে যাবেন নিজামিয়ার ইলমি দারসে। আত্মভোলা হয়ে যাবেন ইমাম আবুল হাসান আশআরি, আবু ইসহাক শিরাজি, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি, ইমাম বাগাবি প্রমুখ বিশ্বখ্যাত কয়েকজন মনীষীর ইলমের দরিয়ায়।

আশা করি গ্রন্থটি আপনাকে ইতিহাসের গলিপথ থেকে বিশাল এক রাজপথে নিয়ে যাবে, যার পরতে পরতে থাকবে আপনার জন্য শিক্ষা, উপদেশ ও করণীয় সম্পর্কীয় দিকনির্দেশনা।

কিছু কৈফিয়ত

১. গ্রন্থটি প্রকাশের ঘোষণা দিয়েও কেন অনেক দেরি হলো, সেটা বোদ্ধা পাঠকমহল গ্রন্থটি হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন। ইতিমধ্যে ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির যে গ্রন্থগুলো আমরা প্রকাশ করেছি, আমাদের কাছে এটি সবচেয়ে জটিল এবং কঠিন মনে হয়েছে। শত শত জায়গার নাম, মানুষের নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, প্রাচীন নাম আর বর্তমান নাম মিলিয়ে সঠিকটা বের করা সত্যিই বিরাট কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজগুলো করতে গিয়েই মূলত গ্রন্থটি প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে, বলতে গেলে এ ছিল কল্পনার বাইরে।

২. গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ আমরা একখণ্ডে প্রকাশ করেছিলাম। সেখানে ইমাম গাজালির সংক্ষিপ্ত জীবনী পরিচ্ছেদটি ছিল না। পরিচ্ছেদটি শায়খ সাল্লাবির অনুকরণে আলাদা গ্রন্থ হিসেবেও প্রকাশ করেছিলাম; কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাই এই মুদ্রণে আমরা সেটি যোগ করে গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছি। এই পরিচ্ছেদ অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ।

৩. গ্রন্থটিতে অন্যান্য গ্রন্থের মতো অপ্রয়োজনীয় কিছু টীকা আমরা বাদ দিয়েছি। যেমন : একই রেফারেন্সগ্রন্থ আর পৃষ্ঠা নম্বর পাশাপাশি থাকলে আমরা শেষেরটা রেখে আগেরটা কেটে দিয়েছি।

৪. এ ছাড়া আমরা অনুবাদক ও সম্পাদনাপরিষদের মাধ্যমে দুর্বোধ্য বিষয়, অপরিচিত জায়গা এবং নামের ক্ষেত্রে কিছু টীকা সংযোজন করেছি। এতে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই মনে করি।

৫. পাঠকের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় কয়েক লাইন কবিতার অনুবাদও বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জেনেবুঝে কোনো অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়নি।

৬. গ্রন্থটিতে আকিদা-সংক্রান্ত জটিল কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ইমাম আবুল হাসান আশআরির জীবনীর আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু বিতর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে পাঠক বিভ্রান্তিতে পড়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় কিছু জরুরি আলোচনা টীকায় না দিয়ে মূল গ্রন্থেই দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু বিষয়ে টীকা সংযোজনের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু কলেবরের বিষয়টি চিন্তা করে আমরা সেদিকে যাইনি। আকিদা বিষয়ে

বিস্তারিত জানতে আল্লামা ইদরিস কান্ধলবির *ইসলামি আকিদা* গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুফতি আলী হাসান উসামা এবং প্রকাশ করেছে কালান্তর প্রকাশনী।

আরও কিছু কথা

১. ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি একটি জটিল ও কঠিন গ্রন্থ। এই জটিল ও কঠিন কাজটিই অনুবাদ করেছেন পাঠকপ্রিয় বহু গ্রন্থের অনুবাদক মহিউদ্দিন কাসেমী। এ রকম একটি গ্রন্থের অনুবাদ সত্যিই অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর।

২. গ্রন্থটির কাজে আমরা এক বছরের বেশি সময় দিয়েছি। আমি প্রত্যেকের কাজে মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকেই গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। ভাষা ও বানানসমন্বয়ের প্রাথমিক কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। এরপর আরবির সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন নামের সঠিক উচ্চারণ উদ্ঘাটন ও বিভিন্ন বিষয়ের পরিচিতি সংযোজনের কাজ করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ। সঙ্গে ভাষাসম্পাদনার কাজও করেছেন। চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজ করেছেন কথাসাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী। এর পর আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। এর পর আবার মুতিউল মুরসালিন পড়ে টুকিটাকি কাজ করেছেন; আর এসব কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। আকিদা-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে নোট দিয়েছেন মুফতি আলী হাসান উসামা।

যেহেতু আমরা কেউই ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নই, তাই বইয়ে যেকোনো ধরনের অসংগতি থেকে যেতে পারে। কারও নজরে পড়লে আমাদের অবগত করার অনুরোধ থাকল। ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করব।

আল্লাহ সকলের প্রয়াস কবুল করুন। গ্রন্থটিকে উম্মাহর জাগরণের মাধ্যম বানান। লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আবুল কালাম আজাদ
১ এপ্রিল ২০২১

অনুবাদকের কথা

মানুষ কখনো সময় পরিভ্রমণ করে অতীতে ফিরে যেতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান মানুষকে শুধু হতাশ করছে; কিন্তু আপনি চাইলে ইতিহাসের গলিপথ চষে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে পারবেন। ঋদ্ধ হতে পারবেন অতীতের রথী-মহারথীদের অভিজ্ঞতার সমাহার থেকে।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি বিশ্বখ্যাত একজন ইতিহাস-গবেষক, ফকিহ ও রাজনীতিক। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ের সেলজুক সাম্রাজ্যকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করেছেন *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস*। গ্রন্থটিতে সেলজুক সাম্রাজ্যের বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে ফুটে উঠেছে লেখকের সাবলীল ও বিশ্লেষণী ভাষায়। এর প্রতিটি অধ্যায় পাঠককে যেমন সেলজুকদের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করবে, তেমনই এর আলোকে সামসময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও প্রদান করবে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এই সোনালি অধ্যায় নিয়ে রচিত গ্রন্থটির অনুবাদে সম্পৃক্ত হতে পারা আমার জন্য পরম আনন্দের। বহু অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর তাওফিকে বিশাল এই কাজ আনজাম দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। রাব্বে কারিমের দরবারে ফরিয়াদ, সামান্য খিদমত যেন হয় পরকালের পাথেয়।

অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **কালান্তর প্রকাশনী** বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত গ্রন্থগুলো তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হচ্ছে *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস*। গ্রন্থটি প্রকাশের আনন্দঘন এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর। গ্রন্থটি অনুবাদ থেকে শুরু করে পাঠকের হাতে শোভা পাওয়া পর্যন্ত বিশাল কর্মযজ্ঞের পেছনের মূল কারিগর আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার বিবরণ সামান্য কয়েক লাইনে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

বিশাল কলেবরের গ্রন্থটি প্রকাশযোগ্য করার পেছনে আরও যাদের অবদান রয়েছে, তাদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। চূড়ান্ত সম্পাদনার দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী। ভাষা, বানানসহ প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন

ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন, ফাহাদ আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ আরাফাত ভাই। এ ছাড়া আরও অনেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষত, প্রতিকূল পরিবেশেও গ্রন্থটি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আনজাম দিয়েছেন প্রকাশক মহোদয়। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই জটিল এই গ্রন্থ আলোর মুখ দেখেছে।

গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে।

মহিউদ্দিন কাসেমী
১ এপ্রিল ২০২১

ধারাবিবরণী

মুখবন্ধ # ১৭

প্রথম অধ্যায়

সেলজুক রাজবংশ : পূর্বপুরুষ ও সুলতানদের বিবরণ # ৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের পূর্বপুরুষ, আদিনিবাস ও উত্থান # ৪০

এক	: মুসলিমবিশ্বের সঙ্গো তুর্কিদের সম্পর্ক	৪১
দুই	: সেলজুকদের উত্থান	৪২
তিন	: সেলজুকদের উত্থানপূর্ব সময়ে মুসলিম প্রাচ্যের অবস্থা	৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খিলাফতের সঙ্গো সেলজুকদের সম্পর্ক, তাদের ইরাকে প্রবেশ এবং শিয়া রাফিজি বাতিনি মতবাদ নির্মূলকরণ # ৭৬

এক	: ইরাকে ফাতিমি উবায়দিদের কর্তৃত্ব ও বাসাসিরি ফিতনা	৭৭
দুই	: রোমানদের সঙ্গো সেলজুকদের সংঘাত	১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ আলপ আরসালান (বীর সিংহ) # ১০৯

এক	: আলপ আরসালানের রাজ্যাভিষেক	১০৯
দুই	: তুগরুল বেগের স্ত্রীকে বাগদাদ ফেরার অনুমতি	১১০
তিন	: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ	১১০
চার	: সুলতান আলপ আরসালানের সিরিয়া অভিযান ও হালাব জয়	১১২
পাঁচ	: মালাজগির্দ (মানজিকার্ট) যুদ্ধ (৪৬৩হি.)	১১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান মালিকশাহ # ১২৮

এক	: সুলতান মালিকশাহর দীক্ষাগ্রহণ ও রাজ্যাভিষেক	১২৮
দুই	: জনসেবা ও ন্যায়পরায়ণতা	১৩২
তিন	: সিরিয়ায় সেলজুকদের স্থায়ী কর্তৃত্ব	১৩৮
চার	: রোমান-সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (৪৭০-৪৭৯ হি.)	১৪৭
পাঁচ	: হাসান ইবনু সাব্বাহ ও ইসমাইলি-নিজারি মতবাদ	১৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর ইনতিকাল ও মুকতাদি বিল্লাহর খিলাফত # ১৭২

এক	: আব্বাসি খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর ইনতিকাল	১৭২
দুই	: মুকতাদি বিল্লাহর খিলাফত	১৭৩
তিন	: মালিকশাহ ও মুকতাদি বিল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের অধঃপতন	১৭৪
চার	: নিজামুল মুলক	১৭৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্যের ক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও পতনের দুর্যোগকাল # ১৮৭

এক	: মাহমুদ ইবনু মালিকশাহকে আব্বাসি খিলাফতের স্বীকৃতি	১৮৮
দুই	: বারকিয়ারুকের আধিপত্য ও আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি	১৯১
তিন	: বারকিয়ারুক ও তাঁর দুই ভাই মুহাম্মাদ ও সানজারের দ্বন্দ্ব	১৯৪
চার	: বারকিয়ারুকের মৃত্যু ও মুহাম্মাদ ইবনু মালিকশাহর শাসন	১৯৬
পাঁচ	: আব্বাসি খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ	২০৯
ছয়	: সানজার ও সেলজুক সালতানাত	২১৫
সাত	: খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ আব্বাসি	২২৪
আট	: খলিফা রাশিদ বিল্লাহ	২২৮
নয়	: আব্বাসি খিলাফতের ওপর সেলজুকদের প্রভাব	২৩২
দশ	: সেলজুক সালতানাতের পতন	২৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেলজুকদের শাসনামলে আব্বাসি খিলাফতের মন্ত্রিত্ব ব্যবস্থা # ২৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের গুণাবলি # ২৪৮

এক : আব্বাসি খিলাফতের মন্ত্রীদের গুণাবলি ২৪৮
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য ২৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের নিয়োগপদ্ধতি মর্যাদা ও উপাধি # ২৫৫

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের নিয়োগপদ্ধতি ২৫৫
দুই : মন্ত্রীদের নিয়োগ দানে সেলজুক পদ্ধতি ২৫৬
তিন : আব্বাসি মন্ত্রীদের উপাধি ২৫৭
চার : সেলজুক মন্ত্রীদের উপাধি ২৫৯
পাঁচ : আব্বাসি মন্ত্রীদের বিশেষ সম্মান ও বরাদ্দ ২৬০
ছয় : সেলজুক মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ২৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের দায়িত্ব # ২৬৩

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের দায়িত্ব ২৬৩
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের দায়িত্ব ২৬৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের পদচ্যুতি # ২৭২

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ২৭২
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ২৭৪
তিন : আব্বাসি খিলাফতে মন্ত্রিত্বের লড়াই ২৭৫
চার : সেলজুক সালতানাতে মন্ত্রিত্বের লড়াই ২৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুকি খ্যাতিমান মন্ত্রিবৃন্দ # ২৭৯

এক : প্রসিদ্ধ আব্বাসি মন্ত্রীরা ২৭৯

দুই : প্রসিদ্ধ সেলজুক মন্ত্রীরা ২৯০

তৃতীয় অধ্যায়

সেলজুকদের রণকৌশল # ২৯৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সামরিক ব্যবস্থাপনা # ২৯৫

এক : সেলজুকদের সামরিক মূল্যবোধ ২৯৫

দুই : বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের ওপর নির্ভরশীলতা ৩০৪

তিন : সেনাবাহিনীর পরিধি বৃদ্ধি ৩০৪

চার : সেনা-ইউনিট গঠন ৩০৫

পাঁচ : সামরিক বাহিনীর জমিদারিপ্রথা ৩০৭

ছয় : জামানতরীতি ৩১১

সাত : সেলজুকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ৩১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সমরবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা # ৩১৩

এক : সেনাবাহিনীর পদবিসমূহ ৩১৩

দুই : সেনা-অধিদপ্তর ৩২০

তিন : সেলজুকবাহিনীর বিভাগসমূহ ৩২৪

চার : বহুজাতিক সেনাবাহিনী ৩২৮

পাঁচ : সেনাবাহিনীর ডিভিশন ৩২৯

ছয় : শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ ৩৩১

সাত : সেলজুক সেনাবাহিনীর আয়তন ৩৩১

আট : গুপ্তচর ও গোয়েন্দা ৩৩২

নয় : সামরিক সহায়তা ৩৩৩

দশ : চিকিৎসাব্যবস্থাপনা ৩৩৫

এগারো : সেলজুকবাহিনীতে ঘোড়ার ভূমিকা ৩৩৬

বারো : সেলজুক সেনাবাহিনীর অর্থের উৎস ৩৩৭
তেরো : সেলজুকদের পতাকা ও প্রতীক ৩৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অস্ত্র ও প্রতিরক্ষাসামগ্রী # ৩৩৯

এক : ব্যক্তিগত ব্যবহারের হালকা অস্ত্র ৩৩৯
দুই : ভারী অস্ত্রশস্ত্র ৩৩৯
তিন : কুচকাওয়াজ ও শোভাবর্ধনের অস্ত্রসরঞ্জাম ৩৪০
চার : শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা ৩৪১
পাঁচ : শহর অবরোধের সরঞ্জাম ৩৪১
ছয় : অস্ত্রতৈরি ও অস্ত্রাগার ৩৪১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমরকৌশল ও পরিকল্পনা # ২৪২

এক : দ্রুত অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা ৩৪২
দুই : তিরন্দাজি ৩৪৫
তিন : শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত ৩৪৫
চার : শত্রুদের শক্তিক্ষয়ের কৌশল ৩৪৬
পাঁচ : পানি-সংক্রান্ত নীতি ৩৪৭
ছয় : শত্রুবাহিনীতে প্রভাব বিস্তার ৩৪৭
সাত : সড়ক নিয়ন্ত্রণ ৩৪৮
আট : পানির উৎসের নিয়ন্ত্রণ ৩৪৮
নয় : সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ৩৪৯
দশ : বিশেষ জরুরি অভিযান ৩৪৯
এগারো : সেনাবিন্যাস-পদ্ধতি ৩৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জিনকি, আইয়ুবি ও মামলুক সাম্রাজ্যে সেলজুক নীতিমালার প্রভাব # ৩৫২

এক : জিনকি সাম্রাজ্য ৩৫২
দুই : আইয়ুবি ও মামালুক সাম্রাজ্য ৩৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক যুগে নারীদের অবদান # ৩৫৮

এক	: সুলতান তুগরুল বেগের স্ত্রী	৩৫৯
দুই	: সুলতান মালিকশাহর স্ত্রী তুরকান খাতুন	৩৫৯
তিন	: মালিকশাহকন্যা খাতুন দ্বিতীয়া (খলিফা মুসতাজহিরের স্ত্রী)	৩৬০
চার	: কহরমানা আল মুকতাদি	৩৬১
পাঁচ	: খাতুন আস সাফারিয়া	৩৬২
ছয়	: সেলজুক শাসনামলে আলিমা, তাপসী ও কীর্তিময়ী কতিপয় নারী	৩৬২
সাত	: নারী-পুরুষ মেলামেশা	৩৬৩

চতুর্থ অধ্যায়

সেলজুক শাসনামলে নিজামিয়া মাদরাসা # ৩৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাসরাসা প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য # ৩৬৫

এক	: মাদরাসা প্রতিষ্ঠা	৩৬৫
দুই	: ইসলামি মাদরাসা বিশেষত নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য	৩৭১
তিন	: লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজামুল মুলকের কর্মনীতি	৩৭৩
চার	: শিক্ষানীতি গঠন	৩৮০
পাঁচ	: মুসলিমবিশ্বে নিজামিয়া মাদরাসার প্রভাব	৩৮৩

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদাররা, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে (কোনোকিছু) চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির

সময়ও এবং সন্তুষ্টিপরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই আপনার জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

হামদ ও সালাতের পর, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার প্রকাশিত রচনা—নববি যুগ ও খিলাফতে রাশিদারই ধারাবাহিক অংশ। এ-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *সিরাতুন নবি* (বিশুদ্ধ ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী পূর্ণাঙ্গ নবিজীবনী), আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, হাসান ইবনু আলি রাজিআল্লাহু আনহুম ও উমাইয়া শাসনামলের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম রেখেছি *সেলজুক সাম্রাজ্য : বাতিনি ফিতনা ও ক্রুসেড মোকাবিলায় ইসলামি জাগরণের সূচনা* (দাওলাতুস সালাজিকা ওয়া বুরুজু মাশরুয়িন ইসলামিয়্যিন লিমুকাওয়ামাতিত তাগালগুলিল বাতিনি ওয়াল গাজবিস সালিবি), যা মুসলিম উম্মাহ ও ক্রুসেডের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটির সুন্দর সমাপ্তির তাওফিক দেন এবং তা যেন হয় একান্ত তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায়। আরও প্রার্থনা করছি, তিনি যেন প্রতিটি গ্রন্থই বরকতময় ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে কবুল করেন।

এ গ্রন্থ পাঠকের সামনে তুলে ধরবে সেলজুকদের ইতিহাস, তাদের বংশধারা, আদিনিবাস ও উত্থানের আলোচনা। আরও থাকবে মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কিদের সম্পর্ক, সেলজুকদের আবির্ভাবপূর্ব মুসলিম-প্রাচ্যের অবস্থা, সামানি ও গজনবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, গজনবি ও সেলজুকদের দ্বন্দ্ব, দান্দানাকানের যুদ্ধ (Battle of Dandanaqan) ও সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিবরণ। তুলে ধরা হবে কারাখানি সাম্রাজ্য, বুওয়াইহ বংশ, বুওয়াইহিদের শিয়াবাদ, আব্বাসি খলিফাদের অবমাননায় তাদের কর্মকাণ্ড, কারামিতাদের সঙ্গে সখ্য, মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তরক্ষায় তাদের অবস্থান, শিয়া মতবাদ প্রসারে সহযোগিতা, মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতার উসকানি, মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে তাদের সংকীর্ণ মনোভাব, শিয়া মতবাদের বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারের গোড়াপত্তন, ইখওয়ানুস সাফা আন্দোলনের মতো ভ্রান্ত দর্শনের প্রসার ও বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের পতনের বিবরণ। আরও উল্লেখ থাকবে তুগরুল বেগের[১] নেতৃত্বে সেলজুকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতির আলোচনা।

গ্রন্থটিতে স্থান পাবে ইরাকে ফাতিমি-উবায়দিদের দাপট, বাসাসিরির উৎপাত,

---

[১] তুগরিল (Tughril) উচ্চারণও শুদ্ধ। যেমনটা ইংরেজ-ইতিহাসবিদরা লিখে থাকেন। মোটাদাগে বলতে গেলে আরব-ইতিহাসবিদরাই শুধু 'তুগরুল' লেখেন।—*সম্পাদক*।

ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের আকিদা-বিশ্বাস, কারামিতাদের সঙ্গো তাদের সম্পর্ক, বাতিনি ফিরকাসমূহের ব্যাপারে আলিমদের সিদ্ধান্ত, ইরাক ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিবাতুল্লাহ শিরাজি কর্তৃক বাতিনি মতাদর্শ প্রচারের অপতৎপরতা, তার বিপ্লবী পরিকল্পনায় বাসাসিরিবাহিনীর সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটিয়ে ইরাককে ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, বাসাসিরিদের বাগদাদ দখল এবং সেখানে ফাতিমিদের নামে খুতবা প্রবর্তনের আলোচনা। স্থান পাবে খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর পক্ষ থেকে বাসাসিরিকে বন্দি করতে তুগরুল বেগের কাছে পত্র প্রেরণ, খলিফার ডাকে তুগরুল বেগের সাড়া দেওয়া, বাসাসিরি-হত্যা, ফাতিমি-উবায়দি মতাদর্শের সঙ্গো সেলজুকদের যুদ্ধ, তুগরুল বেগের শাসনামলে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গো সেলজুকদের সম্পর্ক ও সেলজুক সাম্রাজ্যের সেবায় মন্ত্রী আমিদুল মুলুক আল কুনদারির চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিবরণ।

আরও স্থান পাবে তুগরুল বেগ-পরবর্তী সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের জীবনালোচনা, আল্লাহর পথে তাঁর জিহাদের বিবরণ, শাম আক্রমণ, হালাব (আলেপ্পো) দখল, ৪৬৩ হিজরিতে রোমানদের বিরুদ্ধে মালাজগির্দের যুদ্ধে সুলতানের মহাবিজয়, রোমান সম্রাটকে কারারুদ্ধ করা ও এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কীয় আলোচনা। থাকবে সুলতান আলপ আরসালানের মৃত্যু, তাঁর পুত্র মালিকশাহর ক্ষমতারোহণ, সুলতান মালিকশাহর জীবনবৃত্তান্ত। পাশাপাশি আলোচিত হবে হাসান সাব্বাহর জীবনী, নিজারি-ইসমাইলি-হাশিশি মতবাদ, আলমুত দুর্গদখল, নিজারি-বাতিনি মতবাদের বিভিন্ন স্তর ও পদবিন্যাস, মতবাদের প্রচারকাজে দায়িদের কর্মপন্থা, দাওয়াতের বিভিন্ন ধাপ-পরিধাপ, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার ক্ষেত্রে তাদের কূটকৌশলের বর্ণনা। তুলে ধরা হবে ইবনু সাব্বাহ এবং সুলতান মালিকশাহর মধ্যকার পত্র আদান-প্রদানের বিবরণও।

সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে ইরানের ইসমাইলি সাম্রাজ্য সম্পর্কেও। থাকবে খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ ও তাঁর ছেলে মুকতাদি বিল্লাহর ক্ষমতাগ্রহণ এবং মালিকশাহ ও খলিফা মুকতাদি বিল্লাহর সম্পর্কের অবনতির বর্ণনা। পাশাপাশি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সুলতান আলপ আরসালান ও মালিকশাহর যুগে সেলজুক মন্ত্রী নিজামুল মুলক তুসি-প্রবর্তিত সুন্নাহভিত্তিক নীতিমালা সম্পর্কেও। তুলে ধরা হবে এই মহান রাজনীতিবিদের জীবনচরিত, রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর অনুসৃত পন্থা, প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাঁর চিন্তাদর্শন, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের সুবিধাদির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি, তাঁর আমলে জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ এবং তাঁর ইবাদত ও বিনয় প্রসঙ্গও। আরও জানা যাবে কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় তুসির প্রশংসাগাথা, তাঁর মৃত্যুতে বাগদাদবাসীসহ সাধারণ